شرح ألفاظ الأذان

আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সম্পর্কিত সংস্থার একাডেমিক কমিটি

আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সম্পর্কিত সংস্থার একাডেমিক কমিটি

আযান হলো একটি রাব্বানী আহ্বান যা মুসলিমরা দিনে পাঁচবার শোনে, যা তাকে আল্লাহর মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কল্যাণ ও সফলতার দিকে আহ্বান করে। এটি মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে একটি যোগাযোগের মুহূর্ত, যেখানে সে দুনিয়ার কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার রবের সাথে একান্তে দাঁড়ায়। আযানকে শুধুমাত্র সালাতের ওয়াক্তের ঘোষণা হিসেবে গন্য করা হয় না, বরং এটি প্রশান্তি ও ঈমান এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রতি আহ্বান। আযান মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনা দিয়ে শুরু হয় এবং সালাতের দিকে আহ্বান দিয়ে শেষ হয়, যেখানে মুসলিম তার প্রশান্তি খুঁজে পায়। প্রত্যেকবার আযান উচ্চারিত হওয়ার সময় হৃদয়ের গভীরে উচ্চারিত হয় যে, প্রকৃত জীবন আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যমে শুরু হয়।

আযানের শব্দাবলী:

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার

'আল্লাহ' শব্দটি অতি মহিমান্বিত, যার অর্থ মাবুদ বা ইবাদাতপ্রাপ্তির হকদার। এটি মহান সৃষ্টিকর্তা রবের নাম, এবং সমস্ত ইলাহী নামসমূহ এর অনুগত ও এর গুণবাচক। আল্লাহ হচ্ছেন একক ও অদ্বিতীয়, যিনি জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণ করেননি। আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা।

'আল্লাহু আকবার' বলার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস থেকে বড় এবং তাঁর মহিমা ও পূর্ণতার সাথে যা মানানসই নয়, তা তাঁর প্রতি আরোপ থেকে তিনি মহান।

আল্লাহু আকবার.. এই বাক্যটি মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই জীবনে এমন কিছু নেই যা তাকে তার স্রষ্টার থেকে ব্যস্ত রাখতে পারে, এবং মানুষের উচিত তার জীবন আল্লাহর ইচ্ছা ও শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করা, নিজের ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী নয়। কারণ আল্লাহ দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মহান।

আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে কারিগর তার কাজ বন্ধ করে, কৃষক তার চাষাবাদ থামায়, ব্যবসায়ী তার দোকান বন্ধ করে, শিক্ষক তার পাঠ বন্ধ করে; কারণ আল্লাহ প্রত্যেক কাজ ও কর্ম থেকে বড়। এই বিরতি ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রমাণ করে যে, আল্লাহ মুমিনের হৃদয়ে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বড়। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সকল বিপদ ও মুসিবত থেকে, জীবনের যে কোন পরিস্থিতি থেকে। আর যে এই বিশ্বাস রাখে, সে নিজের সংকটগুলোকে তুচ্ছ মনে করে এবং তার অন্তর প্রশান্ত

থাকে। কারণ সে আল্লাহর সাথে থাকে, তাঁর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট, তার প্রজ্ঞা ও পরিচালনায় আস্থাশীল।

‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।

‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

এটিই হলো প্রথম সাক্ষ্য, যার অর্থ আল্লাহকে সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক এবং পরিচালনাকারী হিসেবে স্বীকার করা। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যিনি ইবাদতের যোগ্য, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই; তাই ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদিত করা যাবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দোয়া করা যাবে না।

এ সাক্ষ্যই হল সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, এবং এটিই সকল ইলাহী বার্তায় ঈমানের মূল। সকল নবী আলাইহিমুস সালাম, যেমন নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত তাদের জাতিকে ’আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই‘ এর স্বীকৃতি ও গ্রহণ এবং ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। এটাই সেই কালিমা যার জন্য আল্লাহ সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করেছেন, রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তা প্রতিষ্ঠার

জন্য, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য, এবং জান্নাতকে পুরস্কার হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তাদের জন্য যারা তা অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে, এবং জাহান্নামকে হারাম করেছেন তাদের উপর যারা এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

এটি হলো ঈমানের চাবি, নাজাতের দরজা, দ্বীনের মূল এবং তাওহীদের ভিত্তি।

এই বাক্যের জন্যই মানুষদেরকে তাদের কবর থেকে উঠানো হবে এবং কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি এ বাক্যের উপর জীবন যাপন করেছে এবং এ বাক্য দ্বারা তার জীবন সমাপ্ত করেছে, সে মহা সাফল্য অর্জন করেছে। আর যে ব্যক্তি এ বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা উচ্চারণ করেনি, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকার হকদার হয়েছে।

“আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।” অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, একজন মুসলিম সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন সকল ইলাহী বার্তার সমাপ্তি হিসেবে এবং মানুষের কাছে তাদের রবের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মুসলিম ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস

করবে যে, আল্লাহর ইবাদত এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের কোনো পথ নেই; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া এবং তার অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত। তাছাড়া আল্লাহর ইবাদত করতে হবে সেই শরী'আত অনুযায়ী যা রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছে দিয়েছেন। আর যেসব ইবাদত মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য করে- কিন্তু যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছে দেননি, তা বাতিল ইবাদত এবং তা দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোনো উপকারে আসবে না। বরং তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করবে; কারণ সে আল্লাহর ইবাদত করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৌছানো নির্দেশনার বিপরীতে।

এই শাহাদাতের অন্তর্ভুক্ত হলো: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল, এবং এর আরো অন্তর্ভুক্ত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল নবীদের শেষ নবী, এবং তার পরে আর কোনো নবী নেই। অনুরূপভাবে তা অন্তর্ভুক্ত করে, তিনি যে সকল নিদর্শন নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা, যার মধ্যে সবচেয়ে মহান হলো আল-কুরআনুল কারীম, যা হল চূড়ান্ত এলাহী বার্তা যা এখনো সেই ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে যেটিতে তা অবতীর্ণ হয়েছিল, যা যেকোন ধরনের বৃদ্ধি, হ্রাস এবং পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত। এই কুরআনুল কারীম তার ভাষাশৈলী, বিধান

এবং হিদায়াতে অতুলনীয়। আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে তারা এর ন্যায় একটি সূরা নিয়ে আসুক; কিন্তু তারা বছরের পর বছর ধরে এবং আজ পর্যন্তও এতে সক্ষম হয়নি।

তাছাড়া এই সাক্ষ্য আরো অন্তর্ভুক্ত করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন মানুষকে তাওহীদের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য, যেমনটি তার পূর্বে ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা আলাইহিমুস সালাম করেছিলেন। সুতরাং তিনি হলেন বিশ্বজগতের রবের রাসূল, তিনি সেই পথেই চলেছেন যেই পথে সকল নবী তাদের রবের বার্তা পৌঁছানোর জন্য চলেছেন, তবে তার পর আর কোন নবী নেই।

“হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সলাহ”, অর্থ: এসো সালাতের দিকে, এসো সালাতের দিকে

“হাইয়া আলাস সলাহ”

এই বাক্যের অর্থ হল, “হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদতের দিকে অগ্রসর হও; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তিনি তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।”

এটা কত মহা সম্মানের ব্যাপার যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে নির্দেশ দেন যেখানে একদল মুসলিম অবস্থান করে, সেখানে আজান দিতে, যাতে করে তাদেরকে দিনে পাঁচবার ডেকে বলা হয়: 'এসো এবং তোমাদের রবের ইবাদাতের দিকে অগ্রসর হও।

এটা মুমিনদের জন্য আহ্বান ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, তাদের রবের ইবাদতের সময় উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের উচিত দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদতে মনোনিবেশ করা; এবং তাদের হাতে থাকা ব্যবসা বা কৃষিকাজ ছেড়ে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া। এটা প্রকৃত ঈমানের প্রমাণ, যা দুনিয়ার সকল ভোগ-বিলাসের উপর অগ্রাধিকার পায়।

এটি একটি আহ্বান যা মানুষকে সালাতের দিকে ডাকে, যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে সরাসরি সংযোগের মাধ্যম। এটি এমন একটি ইবাদত যা শ্রেণীবিভেদকে ধ্বংস করে এবং মানুষকে তাদের রবের সামনে সমান করে তুলে।

হাইয়া আলাল ফালাহ (حي على الفلاح), হাইয়া আলাল ফালাহ (حي على الفلاح), অর্থ: এসো কল্যাণের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।

এসো কল্যাণের দিকে

কল্যাণের অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সন্তুষ্টি, বিজয়, নিরাপত্তা ও মুক্তি, অনন্ত সুখ এবং সঠিক পথে চলার হেদায়েত।

তাছাড়া এর একটি অর্থ হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি; কারণ যে ঈমান এনেছে এবং সালাত আদায় করেছে সে সফলকাম হয়েছে, আর যে সফলকাম হয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়ার সফলতা পেয়েছে।

নিশ্চয়ই মুয়াজ্জিন প্রতিটি সালাতের সময় মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আপনারা নিরাপত্তা ও শান্তির দিকে, হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের দিকে এগিয়ে আসুন।

উচ্চারণ: "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই।

এভাবে তাকবীর ও তাওহীদ দ্বারা সমাপ্তি করা হয়।

আজানের সমাপ্তি হয় "আল্লাহু আকবার" বাক্যটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে। এই দুটি বাক্য পূর্বোক্ত অর্থের পুনরায় নিশ্চিতকরণ এবং এগুলোর উপরই মানব অস্তিত্বের ভিত্তি। এই সত্যটি সর্বাধিক সত্য জাগতিক বাস্তবতা, তা মানুষ উপলব্ধি করুক বা না করুক, জানুক বা না জানুক; কারণ মহা সত্যগুলো কিছু মানুষের অজ্ঞতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই সত্য কখনো পরিবর্তিত হয় না, কখনো বদলায় না, যত সময়ই অতিক্রান্ত হোক না কেন, যতই ঘটনা ঘটুক না কেন। আর তা হলো, আল্লাহ সর্বকিছুর চেয়ে মহান, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ (উপাস্য), এবং তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হকদার। তিনি ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর ইবাদত করা সম্পূর্ণ বাতিল।

এটি হলো আল্লাহ যা মহিমান্বিত করেছেন তার মহত্ত্ব বর্ণনা করার আহ্বান, এবং আল্লাহ নিজেকে যা বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) যা

বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এবং মুমিনগণ যা বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার সাক্ষ্য প্রদান করা।

পরিশেষে: আযান শুধুমাত্র সালাতের আহ্বান নয়, বরং এটি হলো কল্যাণ, বিজয় এবং সফলতার আহ্বান। এটি এমন একটি বার্তা যা প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে প্রতিধ্বনিত হয়; যা হৃদয়কে জাগ্রত করে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ নিকটবর্তী, এবং প্রশান্তি সম্ভব, আর কল্যাণের পথ শুরু হয় সালাত এবং বান্দা ও তার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে।

“কাজেই মুয়াযযিনের সাথে পুনরাবৃত্তি করুন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। তাওহীদের সাক্ষ্য পুনরাবৃত্তি করুন এবং আল্লাহ নিজেকে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলগণ যে সত্য নিয়ে এসেছেন, তার সাক্ষ্য দিন। তবেই আপনি বিজয়ী এবং তাওহীদবাদী মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।”

আপনার অন্তরকে ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করুন এবং বলুন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।” এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করবেন, দুনিয়াতে সুখ এবং আখিরাতে নাজাত লাভ করবেন, আর কিয়ামতের দিন মুমিনদের দলে পুনরুত্থিত হবেন।

সূচিপত্র

আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা 2
আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা 2
আযানের শব্দাবলী: 2
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার....... 2
‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। 4
“আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।” অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। 5
“হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সলাহ”, অর্থ: এসো সালাতের দিকে, এসো সালাতের দিকে....... 7
হাইয়া আলাল ফালাহ (حي على الفلاح), হাইয়া আলাল ফালাহ (حي على الفلاح), অর্থ: এসো কল্যাণের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে। 8
উচ্চারণ: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই।....... 9

bn466v1.1 - 06/09/2026